৩০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 03-JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

আজ প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ শুরু

প্রাথমিক শিক্ষা সমাজ চাহিদার উপযোগী করুন ঃ খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আজ শনিবার থেকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ শুরু হচ্ছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেছেন।

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস তাঁর বাণীতে বলেন, জাতীয় অগ্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব শিশুকেই শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের সকলের।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে দেয়া বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সব শিক্ষার বুনিয়াদ। তিনি দল ও মতের উর্ধ্বে উঠে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে। তিনি বলেন, তাঁর সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও

(৮–এর পৃঃ ২–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রাথমিক শিক্ষা সমাজ চাহিদার উপযোগী করুন ঃ খালেদা জিয়া

গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকগণের আন্তরিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও নিষ্ঠার ওপর।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতি শিক্ষকদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, শিক্ষকগণ পেশাগত আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সবার আন্তরিক কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রদত্ত অঙ্গীকার পালনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত কর্মসূচী নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গৃহীত কর্মোদ্যোগের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো অবশ্যই সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী দলমতনির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে দেবার আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর বাণীতে বলেন, গত বছরের মত এবারও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ধারাবাহিকতায় জাতীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন তাৎপর্যমন্ডিত। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে এ সপ্তাহ পালন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্টের বাণী

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস তাঁর বাণীতে বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালুসহ দেশের সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর মধ্যে আনার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তিনি এই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষককে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষক–অভিভাবকের ঐকান্তিক আগ্রহ ও কর্মপ্রয়াস এক্ষেত্রে কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস বলেন, শিক্ষিত জন সমাজ দেশের সম্পদ। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, শিক্ষিত জনগণ-সে দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির হাতিয়ার। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশে অশিক্ষিত জনগণ উন্নয়নের পথে সৃষ্টি করে বিরাট অন্তরায়। তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষা শুধু নিজের কল্যাণ নিশ্চিত করে না, পারিপার্শ্বিক পরিবেশকেও উন্নত করে।

তিনি বলেন, শিক্ষার প্রতি মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াসে জাতীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ এবং সময়োপযোগী। তিনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।